বুধবার, ১০ আশ্বিন, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৫৬

তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মুকুল রায়ের সাসপেন্ড হওয়ার ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ

মুকুল রায়কে ছ'বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করে দিল তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এ কথা ঘোষণা করেন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বেশ কিছুদিন ধরে মুকুল রায় দলের মধ্যে থেকেই দলকে দুর্বল করার চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন পার্থবাবু। 'কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার চাপের মুখে নতিস্বীকার করে মুকুল রায় দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করছিলেন', তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই মন্তব্যও করেছেন তৃণমূল মহাসচিব।

রবিবার মুকুল রায় মধ্য কলকাতার একটি পুজো উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে কুণাল ঘোষের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা যায় তাঁকে। দলের বিরুদ্ধে বেশকিছু মন্তব্যও করেন তিনি। তারপর সোমবার সকালে ফের সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মুকুল রায় জানান, তিনি তৃণমূলের কর্মসমিতি থেকে পদত্যাগ করছেন। পুজোর পরে সাংসদ পদ থেকে এবং তৃণমূলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও তিনি ইস্তফা দেবেন বলে ঘোষণা করেন মুকুল রায়।

তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মুকুলকে দল থেকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করে দিলেন তিনি। মুকুল রায় দলের সাংগঠনিক কান্ডারি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে। তিনি সাসপেন্ড হওয়ায় এখনই দলে কোনও প্রভাব পড়বে না। কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগাবে রাজ্য বিজেপি। কারণ ২০২১ সালে বাংলার মসনদই তাদের প্রধান লক্ষ্য। এটা ঘটনা, মুকুল রায় দলের দক্ষ সংগঠক ছিলেন, ২০১০ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডান হাত। সংগঠন সামলাতেন তিনি। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল রায়কে কাছে টেনে নিয়েছেন, রেলমন্ত্রীর মতো এতবড় গুরুত্বপূর্ণ পদে মুকুল রায়কে বসিয়ে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য করা, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া এসবই তৃণমূল সুপ্রিমোর অবদান। কিন্তু তাঁর প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হতে শুরু করে সারদা কান্ডে মুকুল রায় সিবিআইয়ের নজরে পড়ায়। একই সঙ্গে এই সংস্থার কাছে অনেক কথা বলা, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জল্পনাও রাজনৈতিক মহলে ছিল। ফলে মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। তবে রাজ্যে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেয় একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার উন্নয়ন মূলক কাজ দেখে, তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব অটুট। দল ও সরকারে তিনিই শেষ কথা, এখন মুকুল রায়ের সাসপেনশনের পর পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেটাই দেখার।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ-- সে ঈশ্বরের আকর্ষণ। কি জান,মা এইরূপ ভেল্‌কি লাগিয়ে দেন, আর আকর্ষণ হয়। ''আচ্ছা, কেশব সেনের কাছে যত লোক যেতো, এখানে তো ততো আসে না। আর কেশব সেনকে কত লোক গণে মানে, বিলাতে পর্যন্ত জানে,—কুইন(রাণী ভিক্টোরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে। গীতায় তো বলেছে, যাকে অনেকে গণে মানে, সেখানে ঈশ্বরের শক্তি, এখানে তো অত হয় না ?'' মণি-কেশব সেনের কাছে সংসারী লোক গিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ— হাঁ, তা বটে। ঐহিক লোক।

দিনপঞ্জিকা

১০ আশ্বিন, ভাঃ ৫ আশ্বিন,**২৭ সেপ্টেম্বর**, ১০আহিন, সংবৎ ৭ আশ্বিন সুদি, ৬ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩০, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২৭। **বুধবার, সপ্তমী** সন্ধ্যা ঘ ৫।২৬মিঃ। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘ ৯।৪২ মিঃ। আয়ুষ্মান্‌যোগ দিবা ঘ ১০।৩১ মিঃ। বণিজকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৫।২৬ গতে বিষ্টকরণ। **জন্মে**—বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ঘ ৯।৪২ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ, সন্ধ্যা ঘ ৫।২৬ গতে দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ৮।২৯ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।২৯ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।২৯ গতে ৪।০ মধ্যে। **যাত্রা**—শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ঘ ৯।৪২ গতে যাত্রা নাই, দিবা ঘ ৯।৫৯ তে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ১।৫০ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, সন্ধ্যা ঘ ৫।২৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**—দীক্ষা হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন শ্রাদ্ধকর্ত্তারিনবান্ন কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কমপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ঘ ৮।২৯ মধ্যে **সাধভক্ষণ** বিক্রয়বাণিজ্য গোবিক্রয়াদি, দিবা ঘ ৯।৫৯ গতে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অবূঢ়্যান্ন) নিষ্ক্রমণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যস্থাপন। **বিবিধ**—সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। সন্ধ্যা ঘ ৫।২৬ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপুজা**। পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ৯।২৯ মধ্যে দ্ব্যাত্মক-চরলগ্নে ও চরণবংশে, (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ঘ ৮।২৯ মধ্যে) **শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পূজা প্রশস্তা**, (অত্রকৃত্যে কালবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বহু সম্মতঃ)। **দেবীর নৌকায় আগমন। ফল—শস্যবৃদ্ধি ও জলবৃদ্ধি।** রাত্রি ঘ ১১।৫ গতে ১১।৫৩ মধ্যে **দেবীর অর্দ্ধরাত্রবিহিত পূজা**। যোগিবর স্বামী **কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর** তিরোভাবোৎসব। মহামন্ডলেরশ্বর **শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিজী মহারাজের** তিরোভাবোৎসব। **বেলুড়** রামকৃষ্ণ ধর্ম্মচক্রের প্রতিষ্ঠাতা **স্বামী জগদীশ্বরানন্দের** তিরোভাব তিথি। **চট্টগ্রাম** জেলার পাহাড়তলী কৈবল্যধামে **শ্রীশ্রীরামঠাকুরের শারদীয়া উৎসব** উপলক্ষ্যে অদ্যাবধি দিবসত্রয় কীর্ত্তন মহাযজ্ঞ। **রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধান দিবস। শহীদ ভগৎ সিং-এর জন্মদিবস**। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৭।৫৪ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।১ গতে ৬।৫১ মধ্যে ও ৮।৩০ গতে ৩।৬ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৬।২১ গতে ৭।৮ মঘ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১০ আশ্বিন, ভাঃ ৫ আশ্বিন,২৭ সেপ্টেম্বর, ১০ আহিন,৬ মহরম। উঃ ঘ ৫।৩০, অঃ ঘ ৫।২৭ বুধবার, সপ্তমী সন্ধ্যা ঘঃ ৫।২৬। দুর্গাপুজা আরম্ভ।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে

সেখ হাসান ইমাম
শেষ পর্ব

নিরুপমার দুঃখ -দুর্দশার কাহিনি জানতে আর রবীন্দ্রনাথের দেনা-পাওনা পড়তে হবে না, একটু কান পাতলেই শতশত নিরুর শেষ আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যাবে। কিশোর সজল বারুই যে হত্যাকান্ড ঘটালো, তার কি ব্যখ্যা দেওয়া যাবে? সে তার সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে বাবা, বিমাতা ও বৈমাত্রেয় দাদাকে খুব ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা মাফিক খুন করল। অবিশ্বাস্য ঘটনা! সাধারণভাবে মনে হতে পারে, বিমাতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে একাজ করেছে। কিন্তু বিচারে তাদের সাজা হওয়ার পর বিভিন্ন দৈনিকের অন্তর্তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, তার বিমাতা ও দাদা তার প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল ছিল। কিশোরী সুদীপা পাল তার প্রেমিক গৃহশিক্ষকের ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করেছে, যার পরিণতিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তার পিতামাতাসহ পুরোপাল পরিবার। অতি সম্প্রতি কলকাতায় আবেশ দাশগুপ্তকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল, তা আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, আমাদের সাংস্কৃতিক সুচেতনার ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। আবেশদের ঘটনাটি (জুলাই, ২০১৬) কী ? অভিজাত পরিবারের ১৫/১৬ জন উচ্চমাধ্যমিক পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী এক বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টিতে এসে মদ খেয়ে মাতলামি করল যে, তাদের একজন বন্ধু পড়ে মারা গেল। তার নিজের ভুলে কি, অন্যদের ভুলে বা দোষে তা পরিষ্কার নয়, যদিও ঘটনা- পরম্পরা তার ভুলের দিকেই ইঙ্গিত করছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তার বগলে মদের বোতল, আর সে টাল সামলাতে না পেরে বারবার পড়ে যাচ্ছে। বিষয়টা আরও দুঃখজনক এই জন্য যে, অতজন ছেলে মেয়ে সেখানে থাকলেও ,তাকে ঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া গেল না, কারণ সবাই বেসামাল। এদের শিক্ষা কি ? 'কালচার' কী? গত ২১/৮/১৬ পূর্ব মেদিনীপুরের সি বিচে মদ্যপ অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা ভেঙে গাড়ি চালিয়ে তিন যুবক প্রাণ হারাল। এরা-শিবরাজ, বৈভব ও সুরজ, কলকাতার ছেলে, বিদেশে পড়াশোনা করত। সেদিক থেকে এদের রত্ন বলা যায়। এদের গাড়িতে গাঁজাও পাওয়া গেছে। অন্য যে গাড়ির সঙ্গে এদের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল, তার আরোহীরাও ছিল খড়গপুর আই.আই.টির ছাত্র। এদেরও ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু পরিণতি ? সবারই এক কালচার-মদ্যপ, গাঁজাখোর!

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই অধোগতির জন্য দায়ী কে ? অবশ্যই মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, যার মূলে আছে ভোগবাদী সভ্যতা ও নীতিহীন রাজনীতি এবং যার পরিণতিতে দেখা দিল : ১) নিকৃষ্ট আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা, ২) যৌথপরিবারের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অণুপরিবার, ৩) মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে অপরিমেয় অর্থ ও ক্ষমতা, ৪) সার্বিক নৈতিক শিথিলতা, ৫) দিশাহীন বেকার যুব সমাজ--যাদের একাংশ চরম মাদকাসক্ত, এই সার্বিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা পেতে গেলে যে কোন মূল্যে পুরাতন মূল্যবোধের (old values) পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। আর তার জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পুনরাভিযোজন (readjustment of religious and moral education) ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ(spiritual reawakening) প্রয়োজন। বেদ-উপনিষদ, বাইবেল-ত্রিপিটক, কোরআন-হাদিস থেকে সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করে শিক্ষা-পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তার বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষাচার্য ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে রাধাকৃষ্ণাণ যে সুপারিশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে : ১) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শুরুর আগে ছাত্র-ছাত্রীদের ৫ মিনিট ধ্যান করতে হবে, ২) ধর্মশিক্ষার পাঠক্রমে ১ম বছরে ধর্মাচার্যগণের সংক্ষিপ্তজীবনী ও আদর্শ অন্তর্ভুক্ত হবে, ৩) ২য় বৎসরে সাধারণভাবে নীতিশিক্ষার পাঠ থাকবে, ৩) ৩য় বৎসরে আধ্যাত্মদর্শন নিয়ে আলোচনা। তিনি বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীতে মানব-সমাজের উন্নয়নে ধর্ম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। যেহেতু সবধর্মের মূল কথা মানবকল্যাণ, তাই, তাঁর মতে, ধর্মই মানুষকে স্বার্থপরতা, ভেদ-বুদ্ধি ও চরমনীতিহীনতার কানাগলি থেকে স্বার্থশূন্য, প্রেমপূর্ণ এক অনাবিল মানবিকতার প্রশস্ত রাজপথে পৌঁছে দিতে পারে। তিনি বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন্য নয়; নিরপেক্ষভাবে সব ধর্মের মানুষ যাতে স্বস্বধর্ম পালন করতে পারে এবং পরস্পরের ধর্মকে জানার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সহনশীলতায় অভ্যস্থ হতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি করা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ। আজ এদেশে রাষ্ট্রশক্তি যেভাবে একটি ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায়, বলা যায় ধর্মান্ধতার প্রসারে মদত দিয়ে চলেছে, তাতে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত কল্যাণবোধের নিরন্তর অনুশীলনই আমাদের প্রকৃত মানবিক করে তুলতে পারে এবং অনিশ্চিত ক্ষণস্থায়ী জীবনকে শান্তিসুধায় ভরিয়ে দিতে পারে।

চারিদিকের এই মূল্যবোধের সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে—মানবতা কি শেষ হয়ে গেল! না মানবতা শেষ হয়ে যায়নি। যেমন রাতের সব তারা আছে দিনের আলোয় গভীরে, তেমনই মানবতা এখনও বেঁচে আছে ঊষর মরুর বুকে মরুদ্যানের ক্যাকটাসের মতো, পাথরের বুকে অর্কিডের মতো, মেঘে-ঢাকা আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমকের মতো। যদিও গণপিটুনি, ডাইনিহত্যা, বধুনির্যাতন, যদিও মাতৃহত্যা, পিতৃরজে ভোগতর্পণ, যদিও রিরংসায় আগুন প্রতিনিয়ত পুড়িয়ে মারছে শত শত নিষ্পাপ কিশোরী ও তরুণীকে, তবু কোথাও মানব সরোবর ফুটে আছে মানবলতার নীলকমল। তাইতো, দরিদ্র ট্যাক্সি ড্রাইভার, সব্জী বিক্রেতা, রিক্সাচালক হাতের মুঠোয় স্বপ্নের সম্পদ পেয়েও দ্বিধাহীন নির্লিপ্ততায় থানায় জমা দেন। তাইতো যৌবনদীপ্ত তরুণ ডুবন্ত শিশুকে উদ্ধার করতে গিয়ে মনে রাখে না -সে সাঁতার জানেনা এবং আত্মবিসর্জন দেয়। তাইতো আমরি হাসপাতালে যখন আগুন লাগে, তখন তিনজন দক্ষিণী নার্স জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোগীদের পাশেই থেকে যান শেষ পর্যন্ত।

তাইতো রাজীব দাস তার দিদির সম্মানার্থে নির্দ্বিধায় প্রাণ দান করেন। এইগুলোই রূপালি -রেখা। তাই, বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতার শেষাংশ দিয়ে শেষ করি : '' অন্তরে লভেছি তব বাণী/তাইতো মানি না ভয়, জীবনের জয় হবে জানি।''

আদিকাল থেকে খুঁজে দেখা বাঙালি-জন্মভূমি-মাতৃভাষা

মুরারি মোহন চক্রবর্তী
পর্ব ৪

২৩জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লিখেছিলেন গানগুলি। প্রকাশিত বইতে সাড়ে ছেচল্লিশটি গান ছিল। পরবর্তীকালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় গানগুলির তিব্বতী অনুবাদের সন্ধান পান। তিব্বতী ভাষায় দেখা যায়, গানের সংখ্যা একান্নটি। শাস্ত্রীমহাশয় আবিস্কৃত গ্রন্থটিই চর্যাপদ বা গীতি নামে বাংলা ভাষার প্রথম বই। জানতে পারলাম বাংলা ভাষায় প্রথম রচনা ও বৌদ্ধ কবিদের নাম। যথা—কাহ্নপা, লুইপা, কুক্কুরিপা, বিরপআপা, গুভরিপা, সরহপা, সবরপা প্রভৃতি। তাঁদের রচনাগুলি মূলত আধ্যাত্মিক, ধর্মতত্ত্বের কথা। সমস্ত ভাষা সাধারণভাবে দুটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়, উন্নত আর অনুন্নত। বাংলা ভাষা আদি যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত উন্নত ভাষার তালিকাভুক্ত ছিল না। বিভিন্ন প্রকার পদ রচনার উপযুক্তই ছিল। একাধিক অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে আটকেছিল। বিশ্বের অনেক ভাষাই উন্নত নয়, এমনকি কি লিপিও নেই। বাংলা ভাষার অচল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে কয়েকশত বছর লেগে গেছে। আদি যুগের চর্যাগীতি নিয়েই আমরা খুশি। আদি যুগ বলতে ৯৫০-১২০০খ্রিঃ বলা হয়। এরপর থেকে শুরু হয় মধ্য যুগ। শুরু হলেও ১২০০-১৩৫০ পর্যন্ত সাহিত্য চর্চার বা রচনার কোনো প্রকার তথ্য নেই, পাওয়া যায়নি। কারণ, অনুসন্ধান করতে গিয়ে তখনকার সামাজিক , রাজনৈতিক চরম অস্থিরতাকে দায়ী করেছেন জ্ঞানীজনেরা। লক্ষণ সেনের পতনের পর তুর্কী শাসনের অমানবিক অত্যাচার বাঙালির জীবনে নেমে এলো এক অসহনীয় যন্ত্রণাময় অন্ধকার। ১৩৪২ সালে সুলতানি শাসনের অবসান হয়। শুরু হয় ইলিয়াসশাহী শাসনব্যবস্থা। তিনি তুলনামূলকভাবে শাসক হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। ১২০৩ সালে শুরু হওয়া বিদেশি মুসলমান শাসকের শাসন ব্যবস্থার অবসান হয় ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে। তখন শাসন ক্ষমতা স্বাধীন হিন্দু রাজা গণেশের হাতে চলে যায়, তার মৃত্যুর পর পুত্র যদু সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু আমির-ওমরাহদের চাপে শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হন। যদু জালালউদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। তার রাজত্বকালে অসংখ্য হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এইভাবে অস্থির শাসনব্যবস্থা ও ধর্মান্তরিত (স্বেচ্ছায় ও বল পূর্বক) হওয়ার ফলে জাতিগত চরিত্রের রূপটাই পাল্টে গেল। বাংলার সমাজ দিশাহীন এক অবস্থার মধ্যে পড়ল। এই ঘোর অমানিশার মধ্যে প্রাণে বেঁচে থাকাই যেখানে প্রশ্নের মুখে, সেখানে সাহিত্য সংস্কৃতির ভাবনা আর কী করে সম্ভব। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এই ১৫০ বছরকে বন্ধ্যাযুগ বলা হয়।১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে চর্যাগীতির ন্যায় আর এক নতুন আবিষ্কার বাঙালির হৃদয় আনন্দ-গৌরবের দোলায় দুলিয়ে দিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি খানি পাওয়া গেল বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ঐ বাড়িতে পুঁথিটির সন্ধান পান। রচনা করেছিলেন বড়ু চন্ডীদাস। আরও দুজন চন্ডীদাসের নাম জানা যায়-দীন চন্ডী দাস, দ্বীজ চন্ডী দাস। মধ্য যুগের বড়ু চন্ডীদাস বাংলা ভাষার প্রথম মহাকবি এবং মধ্য যুগের রবীন্দ্রনাথ—হুমায়ুন আজাদ পুঁথির রচনাকাল নিয়ে নানা মত থাকলেও ১৩৫০-১৪০০ এর মধ্যে রচনা করেছিলেন বলে বেশিরভাগ বিদ্বজন মনে করেন। তাঁর জন্মস্থান নিয়েও বিস্তর মতভেদ আছে। বাঁকুড়ার ছাতনা এলাকার অধিবাসী না বীরভূমের নান্নুরের অধিবাসী, এ নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। অনেক পন্ডিতই মনে করেন তিনি ছাতনার অধিবাসী ছিলেন। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হতে থাকে। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রকাশ পেতে থাকে বৈষ্ণব দর্শন। অন্ধকারময় সমাজের মানুষকে আলো দেখাতে জন্ম নিলেন চৈতন্যদেব মহাপ্রভু, দিশাহীন মানুষ দলে দলে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি পেলেন, নতুন ভাবনার জোয়ার সৃষ্টি হতে লাগলো। (১৪৮৬-১৫৩৩) নতুন যুগের স্রষ্টা মহাপ্রভু সামাজিক অবক্ষয় থেকে সমাজকে রক্ষাও করলেন; তাঁর অবদান তুলনাহীন, আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বৈষ্ণব সাহিত্য দুটি ধারায় বিভক্ত। চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য, দুই ধারার মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য আছে। 'বৈধীভক্তি' (প্রাক চৈতনা)-বিধান ও নির্দেশ মান্যতা রক্ষা করে ভক্তি। চৈতন্যপরবর্তীতে 'রাগানুগা' ভক্তিই মুখ্য শাস্ত্রবিধি-বিধান তুচ্ছ। বড়ুচন্ডীদাস এবং বিদ্যাপতীর পদাবলি প্রাক চৈতন্য যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। চৈতন্যোত্তর কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস আরও অনেকে। অনেক বাঙালি মুসলমান কবিও ছিলেন—পরম আবেগ চমৎকার বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছেন। যথা-নাসির মামুদ, শেখ জালাল। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় (১৮৬৬-১৯৩১) বৈষ্ণব সাহিত্যে ১৬৫ জন কবির নাম জানিয়েছেন। এ ছাড়াও তাঁর তালিকার বাইরে অনেকে ছিলেন বলে মনে করা হয়। মধ্য যুগে বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থান অনেক বড়। মধ্য যুগের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা ভাষা চর্চার সৃজনশীল প্রতিভায় বাঙালি মুসলমান সহিত্যিকদের উপস্থিতি শুরু হয়।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

মহাষ্টমীর দিনটিকে একটু ভাবা উচিৎ

বাংলা তথা ভারতবর্ষ। বর্তমানে বিদেশেতেও দুর্গাপুজোর একটা বড়রকমের আসর বসে। মা দুর্গার সন্তান আমরা। তিনি মনে করেন, উৎসবটা সবার জন্য সমানভাবে আসুক। প্রত্যেকেই আসুক এই উৎসবে। এখানে কোনোরকম বাধা আসতে পারে না। একটা উৎসব প্রত্যেকেই সামিল হতে পারে। যদি এমন একটা উৎসব হয় মহাঅষ্টমীর দিনটাতে উপোসের পর একটা খাবারের আয়োজন করা হয়। বেশ কিছু জায়গায় যেখানে মন্ডপ বেঁধে বিশেষ বিশেষ অতিথিরা এসে অষ্টমীর মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করতে পারেন। তাহলে এই যে মিলন মেলা, সেই মিলন মেলার আনন্দটা একটা আলাদা মাত্রা পেয়ে যাবে। আমাদের কাছে উৎসব মানেই কেবলমাত্র আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাওয়া নয়। আমাদের কাছে উৎসব মানে প্রতিটি মানুষকে আহ্বান জানিয়ে একমঞ্চে আনা। সেখানে থাকবে মৈত্রবন্ধনের কথা। যে বন্ধনের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ গর্ব করতে পারবে। ৩৬৫ দিনে একটা বছর হয়। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিনটা অবশ্যই মহাঅষ্টমী। এই দিনটাতে মা দুর্গা তাঁর আসল রূপটা ধরে। মানুষজন দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দেবে বলেই, উপোস করে থাকে। তারপর অষ্টমী পুজোর পরেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা এসে যায়। আর সেদিন হিন্দুদের বাড়িতে সব রান্নাই নিরামিষ হয়। এমন একটা দিনে অষ্টমী পুজোর ভোগ বা আহার করানোর উদ্যোগটাকে ভাবতেই হবে। এখানেও মহামিলনের সম্পর্কটা থাকে। জলুক আলো আর রোশনাই, তারই মাঝে অষ্টমী এই অনুষ্ঠানকে যেন এবছর থেকে নতুন করে পাই,এমন একটা দিনে ভালোই লাগবে,যদি প্রত্যেকেই একটু করে আহার পাই।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া ৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়